

া নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ প্রশ্ন এবং তাঁর উত্তরসমূহ রচয়িতা/সঙ্কলকঃ হাফেয বিন আহমাদ আল-হাকামী (রহঃ)

প্রশঃ (২০৪) ইবাদতের ক্ষেত্রে বিদআত কত প্রকার?

উত্তরঃ ইবাদতের ক্ষেত্রে বিদ্আতগুলো দুই প্রকার। যথাঃ (১) এমন বিষয়ের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা, যার অনুমতি আল্লাহ্ তা'আলা মোটেই প্রদান করেননি। যেমন মূর্খ সুফীরা ইবাদত মনে করে বিভিন্ন ধরণের খেলাধুলার যন্ত্র ব্যবহার করে, নাচানাচি করে, হাততালি দেয় এবং বিভিন্ন প্রকার বাজনা বাজিয়ে থাকে। এতে তারা ঐ সকল লোকদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে থাকে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেনঃ

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً

"কাবা ঘরের কাছে তাদের নামায শিষ দেয়া এবং তালি বাজানো ছাড়া অন্য কিছু ছিল না"। (সূরা আনফালঃ ৩৫)
(২) এমন বিষয় দ্বারা আল্লাহর ইবাদত করা, যার মূল ভিত্তি শরীয়তের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তা আসল স্থান থেকে সরিয়ে অন্যস্থানে স্থাপন করা হয়েছে। যেমন ইহরাম অবস্থায় মাথা খোলা রাখা ইবাদত। কিন্তু যদি মুহরিম ব্যতীত অন্য কেউ রোজা কিংবা নামায বা অন্যস্থানে ইবাদতের নিয়তে মাথা খুলে রাখে তবে তা নিষিদ্ধ বিদআত হিসাবে গণ্য হবে। এমনিভাবে যেসমস্ত ইবাদত শরীয়তে জায়েয আছে সেসমস্ত ইবাদত এমন সময়ে করা বিদআত, যেসময়ে উক্ত ইবাদতগুলো করা জায়েয নেই। যেমন নিষিদ্ধ সময়ে নফল নামায পড়া, সন্দেহের দিন রোজা রাখা এবং দুই ঈদের দিন রোজা রাখা ইত্যাদি।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=12018

🚨 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন